৯. আইনের ধারা-৪ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৫ বছর থেকে ৮ বছর করা হয়েছে। ** মাধ্যমিকের ৩টি শ্রেণি ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম প্রাথমিকের সাথে চলে যাবে। এতে মাধ্যমিকের শিক্ষার্থী কমে যাবে। শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক হলে স্বাভাবিকভাবেই অনেক শিক্ষক চাকুরী হারাবেন। এ দিকে মাধ্যমিকের সাথে যুক্ত হবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি। এখানে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রয়োজন হবে। ফলে এখন যারা মাধ্যমিকে আছেন, তাদের সবার পক্ষে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ানো সম্ভব নয়। এতে মাধ্যমিকের শিক্ষকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের চাকুরী থাকবে না। এতে প্রায় ৩ লক্ষাধিক বেসরকারী শিক্ষকের চাকুরী হারানোর আশঙ্কা রয়েছে।

১০. আইনের ধারা- ৪৯-এ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ** ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা অধ্যায়ে ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মত শুধু একটি ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ ইসলাম শুধু বিশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা (complete code of life)। ধর্মীয়, সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অনুশাসনের সমষ্টিই হচ্ছে ইসলাম।

মূলত: শিক্ষা আইনের মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে শুধু বিমাতাসূলভ আচরণই করা হয়নি বরং মাদরাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সম-পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার নামে এর স্বকীয় স্বত্ত্বা ধ্বংস করা হবে। মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিক যুগের চাহিদা মেটাবার উপযোগী করে গড়ে তোলার নামে আরবী ও ইসলামী বিষয়সমূহের প্রাধান্য হ্রাস করে সাধারণ বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে মাদরাসা শিক্ষার মূল লক্ষ্য থেকেই তাকে বিচ্যুত করার টার্গেট চূড়ান্ত করা হয়েছে শিক্ষা আইনে।

চলছে পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলাম দূরীকরণের চেষ্টা

এক দিকে চলছে ধর্মহীন শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা আইন করার ষড়যন্ত্র অপর দিকে চলছে পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলাম মুক্তকরণের অভিযান। পাশাপাশি যুক্ত করা হয়েছে নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা। ইতিমধ্যে সাধারণ ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন বই থেকে বাদ দেয়া হয়েছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) ও সাহাবায়ে কেরামসহ মুসলিম মনীষীদের জীবনী, ইসলামী পরিভাষা, ধর্মীয় সংস্কৃতি। তারই কিছু চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো-

বাংলা বই থেকে বাদ দেয়া বিষয়গুলো হচ্ছে

১. দ্বিতীয় শ্রেণী: 'সবাই মিলে করি কাজ' শিরোনামে মুসলমানদের শেষ নবীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত্র।

২. তৃতীয় শ্রেণী: 'খলিফা হযরত আবু বকর' শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত্র।

৩. চতুর্থ শ্রেণী: খলিফা হযরত ওমর এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত্র।

৪. পঞ্চম শ্রেণী: 'বিদায় হজ্জ' নামক শেষ নবীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত্র। কাজী কাদের নেওয়াজের লিখিত 'শিক্ষা গুরুর মর্যাদা' নামক একটি কবিতা, যাতে বাদশাহ আলমগীরের মহত্ত্ব বর্ণনা উঠে এসেছে এবং শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আদব কেমন হওয়া উচিত, তা বর্ণনা করা হয়েছে। বাদ দেওয়া হয়েছে শহীদ তিতুমীর নামক একটি জীবন চরিত্র। এ প্রবন্ধটিতে মুসলিম নেতা শহীদ তিতুমীরের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের ঘটনার উল্লেখ ছিলো।

৫. ষষ্ঠ শ্রেণী: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিত 'সততার পুরষ্কার' নামক একটি ধর্মীয় শিক্ষনীয় ঘটনা। একই বই-এ মুসলিম দেশ ভ্রমণ কাহিনী- 'নীলনদ আর পিরামিডের দেশ' নামক মিসর ভ্রমণের উপর লেখাটি বাদ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া মুসলিম সাহিত্যিক কায়কোবাদের লেখা 'প্রার্থনা' নামক কবিতাটি বাদ দেয়া হয়েছে।

৬. সপ্তম শ্রেণী: 'মরু ভাস্কর' নামক শেষ নবীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত্র।

৭. অষ্টম শ্রেণী: 'বাবরের মহত্ত্ব' নামক কবিতা।

৮. নবম-দশম শ্রেণী: সর্বপ্রথম বাদ দেয়া হয় মধ্যযুগের বাংলা কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের লেখা 'বন্দনা' নামক ইসলাম ধর্মভিত্তিক কবিতাটি। এরপর বাদ দেয়া হয়েছে মধ্যযুগের মুসলিম কবি 'আলাওল'-এর ধর্মভিত্তিক 'হামদ' নামক কবিতাটি। আরো বাদ দেয়া হয়েছে মধ্যযুগের মুসলিম কবি আব্দুল হাকিমের লেখা বঙ্গবাণী কবিতাটি। বাদ দেওয়া হয়েছে শিক্ষণীয় লেখা 'জীবন বিনিময়' কবিতাটি। কবিতাটি মোঘল বাদশাহ বাবর ও তার পুত্র হুমায়ূনকে নিয়ে লেখা। বাদ দেয়া হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের লেখা বিখ্যাত 'উমর ফারুক' কবিতাটি।

পাঠ্যপুস্তকে যুক্ত করা নাস্তিক্যবাদী বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে

১. পঞ্চম শ্রেণী: স্বঘোষিত নাস্তিক হুমায়ূন আজাদ লিখিত 'বই' নামক একটি কবিতা, যা মূলতঃ মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ পবিত্র কুরআন বিরোধী কবিতা।

২. ষষ্ঠ শ্রেণী: 'বাংলাদেশের হৃদয়' নামক একটি কবিতা। যেখানে রয়েছে হিন্দুদের 'দেবী দূর্গা'র প্রশংসা। 'লাল গরুটা' নামক একটি ছোটগল্প। যা দিয়ে কোটি কোটি মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে শেখানো হচ্ছে গরু হচ্ছে মায়ের মত, অর্থাৎ- হিন্দুত্ববাদ। অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ভারতের হিন্দুদের তীর্থস্থান রাঁচি'র ভ্রমণ কাহিনী।

৩. সপ্তম শ্রেণী: 'লালু' নামক গল্পে মুসলিম ছাত্রছাত্রীদেরকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে পাঁঠাবলির নিয়ম কানুন।

৪. অষ্টম শ্রেণী: পড়ানো হচ্ছে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ 'রামায়ণ'-এর সংক্ষিপ্তরূপ।

৫. নবম-দশম শ্রেণী: 'আমার সন্তান' নামক একটি কবিতা। কবিতাটি হিন্দুদের ধর্ম সম্পর্কিত 'মঙ্গল কাব্যে'র অন্তর্ভুক্ত, যা দেবী অন্নপূর্ণার প্রশংসা ও তার কাছে প্রার্থনাসূচক কবিতা। অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ভারতের পর্যটন স্পট 'পালমৌ' এর ভ্রমণ কাহিনী। পড়ানো হচ্ছে 'সময় গেলে সাধন হবে না' শিরোনামে বাউলদের বিকৃত যৌনাচারের কাহিনী। 'সাকোটা দুলছে' শিরোনামের কবিতা দিয়ে ৪৭-এর দেশভাগকে হেয় করা হয়েছে, যা দিয়ে কৌশলে 'দুই বাংলা এক করে দেওয়া' অর্থাৎ বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। প্রবেশ করেছে 'সুখের লাগিয়া' নামক একটি কবিতা, যা হিন্দুদের রাধা-কৃষ্ণের লীলাকীর্তণ।

৬. প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে দেওয়া হয়েছে 'নিজেকে জানুন' নামক যৌন শিক্ষার বই।

উদ্বেগ, আপত্তি ও দাবী

- ধর্মহীন শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা আইন পাস করা হলে এবং স্কুল-কলেজে বিদ্যমান পাঠ্যবই বহাল থাকলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম শুধু ঈমানহারা হয়েই গড়ে ওঠবে না, বরং ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদী ও হিন্দুত্ববাদী মানসিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠবে। ৯২ ভাগ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশে এটা কোনভাবেই চলতে দেয়া যায় না, চলতে দেয়া হবে না।
- আমরা সরকারকে শেষবারের মতো আহ্বান জানাচ্ছি, ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতা থেকে ফিরে আসুন। দেশের অধিকাংশ মানুষের চিন্তা চেতনা, ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে শিক্ষা আইন প্রণয়ন করুন। পাঠ্যপুস্তক সংশোধন করুন।
- সরকার ইসলাম বিরোধী ও নাস্তিক্যবাদী নীতি পরিহার না করলে দেশের সর্বপর্যায়ের উলামা-মাশায়েখের নেতৃত্বে স্কুল-কলেজ ও মাদ্‌রাসার ছাত্রসমাজ ও সাধারণ তৌহিদী জনতার অংশগ্রহণে সম্মিলিতভাবে কঠোর দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
- মসজিদের ইমাম, খতীব এবং উলামা-মাশায়েখদের প্রতি আমাদের আহ্বান-সরকারের ইসলাম বিধ্বংসী এই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে জনগণকে অবহিত করে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলুন।
- দলমত নির্বিশেষে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুসলিম জাতিসত্ত্বার পরিচিতি ও ঈমান রক্ষার তাগিদে দেশের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আমাদের আহ্বান- আর বসে থাকার সময় নেই। আসুন সকল ভেদাভেদ ভুলে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই।
- এ দেশ শহীদ তিতুমীরের, এ দেশ হাজী শরীয়তুল্লাহর, এ দেশ শাহজালালের, এ দেশ শাহ মাখদুমের- এ দেশ নাস্তিক, মুরতাদ, আল্লাহদ্রোহীদের জন্য ছেড়ে দেয়া যায় না, ছেড়ে দেয়া হবে না। দেশের আলেম সমাজ জীবন দিয়ে হলেও তা প্রতিহত করবে, ইনশাআল্লাহ।

সম্মিলিত উলামা মাশায়েখ পরিষদ

নোয়াখালী টাওয়ার, ঢাকা